বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৩
৫	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৪৫-৪৮
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ৩০/০৯/১৪২১ বঃ
১৩/০১/২০১৫ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোম্পানীকে প্রদত্ত ফি, উড়োজাহাজ লীজ দাতার বিল এবং ট্রাভেল এজেন্সীকে প্রদত্ত কমিশনের উপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১০৬,৮০,৮২,২২০
২	জিডিএস (Global Distribution System) কোম্পানী মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্টকে টিকিট বিক্রি, বুকিং এবং বুকিং বাতিল ফি এর বিল যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই প্রত্যয়নকরতঃ বিল প্রদান করায় ক্ষতি।	৬৯,৭৪,১৮,০২৫
৩	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd এর নেটওয়ার্ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য GDS Software Provider Company এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফি প্রদান করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫
৪	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, সরকারি কোটা নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ২৫৪ জন কর্মচারিকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি।	৯,১৪,১০,০০০
৫	কার্গো ভাড়ার ক্ষেত্রে ডলারের পরিবর্তে অনুমোদিত রেটের কম রেটে ডলারকে টাকায় রূপান্তর করে গ্রহণ করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৫,৩৬,৯৪,১৪৪
৬	নির্ধারিত কাজ ছাড়াই পরামর্শক ফি প্রদানের নামে মেসার্স এয়ারলোজিকা-কে অর্থ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	৪৬,১৫,০০০
৭	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যানকে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক (Remuneration) প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৬,২৫,৮০৬
৮	চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণকে চুক্তিকৃত হারের অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদানে সংস্থার ক্ষতি।	১২,০০,০০০
৯	প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী এবং প্রাপ্য হারের চেয়ে বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,৮৪,৩১,০৫১
১০	যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লীজে পরিচালিত (ফেরত নেওয়া) প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব,লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা বাবদ আদায়যোগ্য।	৬৩,০০,৭৭০
১১	ইজারাদারগণের নিকট হতে মূসক ও আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	১৯,২৯,৮৪০
১২	ইজারা মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে করের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,২২,১৫,৪৯২
১৩	বান্দরবানস্থ মিরিঞ্জা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত না হওয়াতে এ পর্যন্ত উক্ত খাতে আর্থিক ক্ষতি।	১,৪২,৮০,০০০
১৪	টেকনাফস্থ পর্যটন হোটেল নেটং পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি শর্ত ভংগ এবং ভ্যাট, ট্যাক্স, প্রিমিয়াম শর্তানুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি।	৩৪,০৩,০১২
১৫	গলফার্স ইন রেস্তোরাঁ ও বার কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব এর নিকট হস্তান্তরের পর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর মালামাল ফেরৎ না আনাতে/মূল্য আদায় না করাতে ক্ষতি।	২৫,৫১,৯০৯
১৬	আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করার পর অনিয়মিতভাবে ইজারা চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত লংঘন এবং পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি।	১৬,১৪,৩৬৪
১৭	যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবে ইজারা চুক্তি বাতিল হলেও পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি।	১১,৬০,৩৬৭
১৮	সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	১,৭০,৩৭,৯৩৪
১৯	চাহিদাকৃত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গাড়ী সরবরাহকারী মেসার্স র‍্যাংগস মোটর কর্তৃক অফার প্রদান করা হলেও নন রেসপনসিভ ঘোষনা করে ২য় পুনঃ টেন্ডার করে একই সরবরাহকারী থেকে একই স্পেসিফিকেশনের গাড়ী বেশী মূল্যে ক্রয় করাতে আর্থিক ক্ষতি ।	৩৫,০৫,০০০

২০	অনিয়মিতভাবে পদবী পরিবর্তন করে দপ্তরাদেশ এর শর্ত উপেক্ষা করে জনাব টি এম রেজাউল করিম উপ ব্যবস্থাপক (অর্থ) কে প্রাপ্যতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	১০,০৮,০০০
২১	সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আন্তর্জাতিক চেইন ম্যানেজমেন্ট হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ।	
২২	স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৬,০৫,২৮৫
২৩	বিএসএল আবাসিক কমপ্লেক্স এর নূন্যতম ফ্ল্যাট ভাড়া নির্ধারণ না করায় ক্ষতি।	১,১৬,৬৪,০০০
	সর্বমোট	২৩৬,৮২,০৮,০৮৪

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত অর্থ বছর ঃ

- **২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত।**

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির সাথে আলোচনা;
- রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
০১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২৪-০৭-১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০২	বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, কুর্মিটোলা, ঢাকা	১৩-১২-১১ খ্রিঃ হতে ০২-০১-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৩	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১৭-১১-১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, (বিশেষ নিরীক্ষা)	১৭-০৪-১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৪	পর্যটন মোটেল, বেনাপোল, যশোর	০৮-০৯-১১ খ্রিঃ হতে ১৯-০৯-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৫	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড, শাহবাগ, ঢাকা	২৯-০৪-১২ খ্রিঃ হতে ১৪-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৬	রূপসী বাংলা হোটেল, শাহবাগ, ঢাকা	১৫-০৪-১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৪-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৭	প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা	১১-০৫-১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
০৮	হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা	২৩-০৫-১২ খ্রিঃ হতে ০৩-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- টেন্ডারে অনিয়ম, চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করা ও বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানে অনিয়ম।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোম্পানীকে প্রদত্ত ফি, উড়োজাহাজ লীজ দাতার বিল এবং ট্রাভেল এজেন্সীকে প্রদত্ত কমিশনের উপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০৬,৮০,৮২,২২০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোম্পানীকে প্রদত্ত ফি, উড়োজাহাজ লীজ দাতার বিল এবং ট্রাভেল এজেন্সীকে প্রদত্ত কমিশনের উপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০৬,৮০,৮২,২২০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট"ক-১, ক-২" তে দেখানো হলো)
- বিমানের টিকিট বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এজেন্টগণ বিভিন্ন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোং এর সফটওয়্যার ব্যবহার করে। যাত্রীগণের টিকিট বুকিং, বুকিং বাতিল এবং টিকিট বিক্রির জন্য উক্ত সফটওয়্যার কোম্পানীগুলো বিমান থেকে ফি গ্রহণ করে। উক্ত ফি এর উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই অনুযায়ী ৭.৫% আয়কর কর্তনের বিধান থাকলেও তা কর্তন করা হয়নি এবং এসআরও নং-২৪৭ আইন/২০১০/৫৬৭ মূসক তারিখ ৩০-৬-১১ অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে সেবা বাংলাদেশের বাহির হতে সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশে সেবা গ্রহণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক, পে-পল বা অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যারা বিল পরিশোধের সাথে জড়িত থাকবেন তারা) সমুদয় মুল্যের উপর ১৫% মূসক এবং ৫% আয়কর উৎসে কর্তন করবেন এরূপ নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ভ্যাট ও আয়কর সংশ্লিষ্ট খাতে জমা না হওয়াতে রাজস্ব ক্ষতি ঘটেছে ৩৩,১৪,৩৬,৭৩০ টাকা।
- উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইজারাদার/লীজদাতা থেকেও ভ্যাট কর্তন না করাতে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। সেবা কোড ০০৩.০০ অনুযায়ী লীজ দাতা একজন ইজারাদার। কাজেই ভ্যাট আরোপযোগ্য ছিল। উপরে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী দেশের বাইরে Payment হলেও ভ্যাট আদায়যোগ্য। ভ্যাট আদায় না করাতে আর্থিক ক্ষতি ৫১,২০,৬৯,০২৭ টাকা ।
- মূল্য সংযোজন কর আইন এর ধারা ৩২ এর বিধান অনুযায়ী সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে মূসক-১১ চালানপত্র প্রদানের বিধান থাকা সত্ত্বেও এজেন্ট কর্তৃক মূসক-১১ চালান প্রদান করা হয়নি। এজেন্ট কর্তৃক ভ্যাট জমার সমর্থনে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিমান কর্তৃকও এক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। বর্ণিত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় ট্রাভেল এজেন্সিগুলো প্রাপ্ত কমিশনের উপর ভ্যাট প্রদান করেনি।
- বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সিকে ২০০৯-১০ সালে কমিশন প্রদান করা হয়েছে ১,৪৮,৬১,২৩,৭৯৪.৯৫ টাকা এবং ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়েছে ১,১০,৫২,৬২৫.০০ টাকা। উক্ত টাকার উপর ১৫% ভ্যাট সরকারি খাতে জমা না হওয়াতে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে (১৪৮,৬১,২৩,৭৯৪.৯৫+১,১০,৫২,৬২৫.০০) x ১৫% বা ২২,৪৫,৭৬,৪৬৩ টাকা।
- উল্লিখিত খাতগুলিতে ভ্যাট ও আয়কর সরকারি রাজস্ব খাতে জমা না হওয়াতে সরকারের সর্বমোট রাজস্ব ক্ষতি (৩৩,১৪,৩৬,৭৩০ + ৫১,২০,৬৯,০২৭ + ২২,৪৫,৭৬,৪৬৩) বা ১০৬,৮০,৮২,২২০ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, চুক্তি অনুযায়ী ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোং সমূহ ভ্যাট অব্যাহতি প্রাপ্ত। উড়োজাহাজ লীজের টাকা লন্ডন ষ্টেশনের মাধ্যমে পরিশোধিত ফলে ভ্যাট/ট্যাক্স আদায়ের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর বা Global Distribution System কোম্পানীর ভ্যাট অব্যাহতির সমর্থনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রত্যয়ন নেই। উড়োজাহাজ লীজের টাকা লন্ডন ষ্টেশনে Payment হলেও বিমান কর্তৃক Advice ঢাকা থেকে পাঠানো হয়। অর্থাৎ HQ ঢাকা এর অর্থ আদায় করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু আদায় করা হয়নি। ট্রাভেল এজেন্সির ভ্যাট আদায় না করার সমর্থনে জবাব পাওয়া যায়নি। চুক্তিতে VAT কর্তনের বিধান না রাখলে NBR এর সম্মতি আবশ্যক।

  উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় কমিশনের উপর ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় ভ্যাট কর্তন করা সম্ভব হয়নি। জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ (১) ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর বা জিডিএস কোম্পানির ভ্যাট অব্যাহতির স্বপক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যয়ন প্রয়োজন। (২) উড়োজাহাজ লীজের টাকা লন্ডন ষ্টেশনে Payment করা হলেও বিমান কর্তৃক Advice ঢাকা থেকে পাঠানো হয় । অর্থাৎ প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর অর্থ আদায় করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। চুক্তিতে ভ্যাট কর্তনের বিষয় উল্লেখ না থাকলেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করতে হবে। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়, জবাবে জানানো হয় GDS কোম্পানীর পাওনা IATA (International Air Transport Association) প্রবর্তিত ICH (International Clearing House)এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয় ফলে এই বিল থেকে ভ্যাট ট্যাক্স আদায় করা সম্ভব হয়না। বাংলাদেশ বিমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রেও আর্ন্তজাতিক নিয়ম নীতি মেনেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। উড়োজাহাজ লীজের সকল পাওনাও বিদেশে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও স্থানীয় নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ট্যাক্স কর্তনের কোন সুযোগ নেই। এছাড়া ট্রাভেল এজেন্টসমূহের কমিশন থেকেও ভ্যাট কর্তনের সুযোগ নেই। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট ট্যাক্স কর্তন/সরকারি খাতে জমা না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারি খাতে জমা করা এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ জিডিএস (Global Distribution System) কোম্পানী মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্টকে টিকিট বিক্রি, বুকিং এবং বুকিং বাতিল ফি এর বিল যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই প্রত্যয়নকরতঃ বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬৯,৭৪,১৮,০২৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে রিজার্ভেশন শাখা এবং রেভিনিউ ইন্টারলাইন শাখার নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জিডিএস (Golbal Distribution System) কোম্পানী মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্টকে টিকিট বিক্রি, বুকিং এবং বুকিং বাতিল ফি এর বিল যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই প্রত্যয়ন করতঃ বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬৯,৭৪,১৮,০২৫ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)
- মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্ট GDS কোম্পানীর সফটওয়্যার বিমানের টিকিট কোম্পানী ইনভয়েস দাখিলের ভিত্তিতে বিক্রির জন্য বিভিন্ন এজেন্ট ব্যবহার করে। প্রতিটি টিকিট বুকিং, বাতিল এবং বিক্রির জন্য উক্ত GDS কোম্পানীকে বিমান কর্তৃক ফি" প্রদান করা হয় ।
- প্রতি সপ্তাহে একটি ইনভয়েস পাঠানো হয়। GDS কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েস পর্যালোচনায় দেখা যায় টিকিট বিক্রির সংখ্যার তুলনায় বুকিং এবং বাতিল সংখ্যা ৬/৭ গুণ বেশী, অন্যান্য টিকিট সংখ্যা প্রায় ৪০০.১৮ গুণ যেমন, টেরিটরি-২ জুলাই'২০১০ মাসের ৩য় সপ্তাহের ইনভয়েস পরীক্ষা করে দেখা যায় যাত্রী টিকিট বিক্রি ০৮টি হলেও অন্যান্য টিকিট সংখ্যা ৩৩৪৭ টি। এ বিষয়ে ইনভয়েস প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নাজমুল হাসান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা HDQ & GDS Cell (বলাকা ভবন ঢাকা কর্তৃক) কোন প্রকার প্রমাণক ও তথ্য দিতে পারেননি।
- টিকিট বিক্রির তুলনায় বাতিল সংখ্যা এবং বুকিং সংখ্যা অনেক বেশী। এ জন্য বিমানকে প্রতিটি বুকিং এবং এর জন্য টেরিটরি অনুযায়ী ৫ থেকে ৬ USD পরিশোধ করতে হচ্ছে। ইনভয়েস প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা টিকিট বুকিং বাতিলের সমর্থনে কোন প্রকার তথ্য যেমন বুকিংকারীর পরিচয়, কোন তারিখে বুকিং, কোন তারিখে বাতিল ফ্লাইট নং কিছুই দিতে পারেননি। কিন্তু বিল উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন করা হচ্ছে।
- বর্ণিত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় GDS কোম্পানীর দাখিলকৃত বিল যাচাই-বাছাই ও প্রমাণক ছাড়াই বিলের অর্থ পরিশোধের জন্য প্রত্যয়ন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থ বছরে এরূপ বিল পরিশোধ করা হয়েছে USD ৯২,৯৮,৯০৭.০০ সমপরিমাণ টাকা, ৬৯,৭৪,১৮,০২৫.০০ টাকা।
- পরিশিষ্ট যাচাই করে দেখা যায় সেপ্টেম্বর'২০১০ মাসের বিলের পরিমাণ ৩.৭৬ লক্ষ USD হলেও অক্টোবর' ২০১০ মাসের বিল হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫০ লক্ষ USD দাঁড়ায়। হঠাৎ বিলের পরিমাণ বৃদ্ধির সমর্থনে কোন প্রমাণক নেই। টিকিট বুকিং, বুকিং বাতিল ইত্যাদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত অর্থাৎ কোম্পানী যা দাবী করে, প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই সেই বিল পরিশোধের সুপারিশ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়িত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কোন বুকিং কখন, কোন তারিখে হয়েছে, কখন বাতিল হয়েছে, যাত্রী পরিচয়, ফ্লাইট বিরতির সংখ্যা (Segment breakup) ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর Billing Information Data এ সংরক্ষিত হয় যা কখনই হাতে কলমে যাচাই বাছাই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অযথা বুকিং জনিত কারণে ৪০টি এজেন্সিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে বুকিং এর ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়া বিল প্রদানের প্রত্যয়ন/সুপারিশ করায় আর্থিক শৃংখলা লংঘিত হয়েছে। তাছাড়া দাবিকৃত বিল প্রত্যয়ন করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময় পর ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ১টি টিকিটে সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক Segment থাকে। প্রতি মাসে অনেক ফ্লাইট বিলম্ব হেতু অতিরিক্ত বুকিং Segment হয়ে থাকে। Invoice অনুযায়ী GDS কোম্পানিগুলো যে বিল প্রদান করে থাকে তা

Computer Generated বিল এবং এখানে কাল্পনিক সংখ্যা দেখানোর সুযোগ নেই। চুক্তি অনুযায়ী (IATA Clearing House) এর মাধ্যমে বিল প্রদত্ত হয়ে থাকে। বুকিং সংক্রান্ত সকল তথ্য Segment Breakup ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির BIDT(Billing Information Data Tape) এ সংরক্ষিত হয় যা কখনই হাতে কলমে যাচাই বাছাই করা সম্ভব নহে বিধায় বিমান কর্তৃপক্ষ ২০০৮ সালে Airlogica কোম্পানির সাথে উক্ত বিল অডিট, যাচাই/বাছাই করার জন্য চুক্তি করে এবং তদানুযায়ী উক্ত Airlogica কোম্পানি Zeus Software এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীর BIDT যাচাই বাছাই সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিক রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। বর্তমানে Airlogica রিপোর্টের আলোকে GDS ব্যবহারকারী এজেন্টদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও যথাযথ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় অর্থাৎ প্রায় ৪০টি এজেন্টকে কালো তালিকাভুক্ত এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা আদায় কার্যক্রম চলমান থাকায় বর্তমানে এক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। Computer এ সংরক্ষিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে Auto Generated রিপোর্ট তৈরি হয়। Airlogica BIDT পর্যালোচনা করে কোন অডিট Exception তৈরি করে কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। উল্লেখ্য,বুকিংকারী ব্যক্তির নাম, বুকিংএর তারিখ এবং বাতিলের তারিখ সংক্রান্ত তথ্যাদি Airlogica Report এ উল্লেখ করা হয়নি। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে পূর্বের জবাবের পুনরাবৃত্তি করা হয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়া বিল প্রদানের সুপারিশকারী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- প্রতি বছর সরকারি অর্থের ব্যাপক ক্ষতি রোধ করার লক্ষ্যে প্রমাণক এবং বিল যাচাই বাছাই করার পদ্ধতি নির্ধারণসহ এই খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd এর নেটওয়ার্ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য GDS Software Provider Company এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফি প্রদান করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫.০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-৭-২০১১খ্রিঃ হতে ৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টিকেট রিজার্ভেশন শাখা এবং ইন্টারলাইন শাখার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর ৫১% মালিকানাধীন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd এর নেটওয়ার্ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য GDS Software Provider Company এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফি প্রদান করায় বিমানের আর্থিক ক্ষতি ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর টিকিট বুকিং, বিক্রয় এবং বাতিলের জন্য Global Distribution System (GDS) Software ব্যবহার করে।
- এই ধরনের **GDS Software Provider Company** আছে মোট চারটি। যথা (১) মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd, (২) মেসার্স এ্যামাডিউস লিঃ, (৩) মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেলপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং (৪) মেসার্স SABRE লিঃ।
- এই কোম্পানীগুলির মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ, মেসার্স এ্যামাডিউস লিঃ এবং গ্যালিলিও/ট্রাভেলপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এর **Software** ব্যবহার করে।
- তিনটি কোম্পানীর সাথে বিমান কর্তৃপক্ষ টিকেট বুকিং, বিক্রয় এবং বাতিলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেটে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এদের মধ্যে মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ **NMC Ltd** হলো বিমানের একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী যার ৫১% শেয়ারের মালিক হলো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ। মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ হলো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি নেতৃস্থানীয় ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর।
- Management Information Data Task (MIDT) এর আগষ্ট'২০১১ এর পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় এয়ারলাইন্স মার্কেটের (GDS Software) ৪০.৫%, ৩৩.৬% এবং ২৫.৮% হলো যথাক্রমে মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ, গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউস এর দখলে।
- পাকিস্তান এয়ারলাইন্স (PIA) শুধুমাত্র এ্যাবাকাস লিঃ এর সাথে Exclusive Agreement করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। PIA অন্য কোন **Software Provider Company** এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে না। এতে করে Exclusive Agreement এর কারণে তাদের Rate-ও অনেক কম। তাছাড়া PIA বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে ৭টি Flight পরিচালনা করছে এবং Full Booking Departure হচ্ছে যা শুধুমাত্র এ্যাবাকাস লিঃ এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে।
- Sales Report পর্যালোচনা করে দেখা যায় এ্যাবাকাস এর তুলনায় Galileo এবং এ্যামাডিউস এর বুকিং সংখ্যা বেশী এবং Cancellation Ratio অনেক বেশী।
- নিরীক্ষাধীন ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে শুধুমাত্র গ্যালিলিওকে ফি প্রদান করতে হয়েছে ৯২,৯৮,৯০৭ (৪৬,৩৮,৮৬০+৪৬,৬০,০৪৭) মাঃ ডলার। এ্যাবাকাস এর সাথে Exclusive Agreement থাকলে বিমানের হিসাবে লভ্যাংশ ফেরত আসতো ৯২,৯৮,৯০৭X৫১%=৪৭,৪২,৪৪২.৫৭ ইউএস ডলার সমপরিমাণ টাকা বা ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫টাকা। (১ ডলার =৭২ টাকা ধরা হয়েছে)।
- এছাড়াও বাংলাদেশের এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের Leading ট্রাভেল এজেন্টগুলো এ্যাবাকাস এর Software ব্যবহার করে বিমানের টিকেট বিক্রয় করে। তার প্রমাণ হলো টিকেট বিক্রয়ের জন্য Leading ট্রাভেল এজেন্টগুলোকে Productivity incentive দেয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় (১) শুধুমাত্র এ্যাবাকাস এর সাথে চুক্তি করা হলে বিমান প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে আরও পিছিয়ে পড়বে। তাই গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউসের সাথে চুক্তির কারণে ক্ষতির অংক গ্রহণযোগ্য নয়। (২) ইনভয়েস অনুযায়ী এ্যাবাকাস, গ্যালিলিও ও এ্যামাডিউস এর বুকিং, ক্যানসেলের অনুপাত কম বেশী একই রকম। তবে তুলনামূলক এ্যামাডিউসের বুকিং চার্জ বেশী এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে চার্জ কমানের জন্য দর কষাকষি চলছে। (৩) গ্যালিলিও এবং এ্যাবাকাসকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং এ্যাবাকাস হতে লভ্যাংশ ফেরৎ আনার বিষয়টি সঠিক নহে। (৪) তাছাড়া এ্যাবাকাস লিঃ কতৃক Exclusive Agreement সম্পর্কে কোন প্রস্তাব আসেনি। প্রস্তাব সাপেক্ষে এ্যাবাকাস যদি আর্ন্তজাতিকভাবে Net Work Connectivity দিতে পারে এবং বিমানের জন্য লাভজনক হয় তাহলে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিক্রয় প্রতিবেদন হতে দেখা যায় গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউস এর বুকিং এবং বাতিল এর অনুপাত অনেক বেশী। ফলে বিমানকে অযথা বুকিং রিজার্ভেশন এবং বাতিল চার্জ প্রদান করতে হচ্ছে। তাছাড়া এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য Absolutely এ্যাবাকাসের কানেকটিভিটি ব্যবহার করে অন্য অঞ্চলের জন্য গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউসের সাথে চুক্তি করলে বিমান প্রকৃতপক্ষে লাভবান হতে পারতো বলে নিরীক্ষা মনে করে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। জবাব গৃহীত না হওয়ায় ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় এ্যাবাকাস লিঃ কর্তৃক Exclusive Agreement সর্ম্পকে যতদুর সম্ভব আমাদের নিকট কোন প্রস্তাব আসেনি। তাছাড়া যে দেশে Abacus আছে সে দেশে SABRE ব্যবসা করে না । যে দেশে SABRE আছে সে দেশে Abacus ব্যবসা করে না। এ অবস্থায় শুধু Abacus এর সাথে চুক্তি করা হলে বিমান শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও এশিয়া প্যাসিফিকের কয়েকটি দেশে বিক্রয় পরিচালনা করতে পারবে ফলে বিমান পিছিয়ে পড়বে। যেহেতু বিমান কর্তৃক কম দামে Software বাবহার করতে পারলে বিমানের লাভ হবে কাজেই Exclusive Agreement অফার বিমানকেই দিতে হবে, এ্যাবাকাস লিঃ দেবে না । ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বাংলাদেশ বিমান এবং মেসার্স এ্যাবাকাস এর সাথে শুধুমাত্র এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের টিকিট বিক্রির চুক্তি করার মাধ্যমে সরকারি আর্থিক ক্ষতি রোধকল্পে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
- আর্থিক মিতব্যায়িতা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- বর্ণিত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪ ।

শিরোনাম ঃ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, সরকারি কোটা নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ২৫৪ জন কর্মচারিকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ৯,১৪,১০,০০০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পে-রোল শাখা এবং নিয়োগ শাখার নথি পত্র থেকে দেখা যায় যে,

- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, সরকারি কোটা নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ২৫৪ জন কর্মচারিকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ৯,১৪,১০,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)
- অনুমোদিত পদ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শাখাতে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন, কোটা নীতিমালা অনুসরণ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি কিছুই পরিপালন করা হয়নি।
- উক্ত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারি থেকে ২৫৪ জনকে ০৩ বছরের জন্য মাসিক ১৫,০০০ টাকা বেতনে বিমানের অন্যান্য সুবিধা প্রদানের শর্তে ২০০৯ সালে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তাঁদেরকে বিমানের পরিচিতি নং-(G-৫০২৩০ থেকে ৫০৪৮০ = ২৫৫ জন) দেয়া হয় এর মধ্যে শুধু G-৫০২৬১ পরিচিতি নং ধারীকে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হলেও তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

ক) নিয়োগকৃত ২৫৪ জন ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে কোন শাখায় কতদিন কাজ করেছেন? একই ব্যক্তি চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের পর কোন শাখায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে? জেলা কোটায় কোন জেলায় কত জনের কোটা ছিল ?

আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত ২৫৪ জনকে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ দিয়ে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে ২৪ মাসে অনিয়মিতভাবে বেতন প্রদান করা হয়েছে (২৫৪X ২৪X ১৫,০০০) বা ৯,১৪,১০,০০০ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিমানের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে বেশ কিছু কর্মচারি বেতন বিভাগ ৩(১),৩(২),(টেক) এ নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো তন্মধ্যে উক্ত ২৫৪ জনকে ৩ বছর মেয়াদ চুক্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি নিয়োগবিধি উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রত্যেক কর্মচারিকে জেলা কোটা অনুযায়ী শূন্য পদের বিপরীতে ক্যাজুয়াল দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন না দিয়ে নিয়োগ দেয়া এবং জবাবের সমর্থনে প্রমাণক নেই বিধায় জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সরকারি বিধিবিধান পরিপালনের মাধ্যমে আলোচ্য নিয়োগ নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ কার্গো ভাড়ার ক্ষেত্রে ডলারের পরিবর্তে অনুমোদিত রেটের কম রেটে ডলারকে টাকায় রূপান্তর করে গ্রহণ করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৫,৩৬,৯৪,১৪৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ হতে ৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে রাজস্ব আয় সম্পর্কিত কার্গো শাখার নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে,

- কার্গো ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত রেটের কম রেটে ডলারকে টাকায় রূপান্তর করে ভাড়া ডলারের পরিবর্তে টাকায় গ্রহণ করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৫,৩৬,৯৪,১৪৪ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো)।
- বিমানের ট্যারিফ শাখার পত্র নং DACQTBG/STC/2010/ 475 date 19.12.10 এর মাধ্যমে বিমানের কার্গোতে মালামাল বহনের ভাড়া হার সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য সকল ক্ষেত্রেই ভাড়ার হার USD এ নির্ধারিত।
- ভাড়া আদায়ের বিল পরীক্ষা করে দেখা যায় ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে USD কে টাকায় রূপান্তর করতঃ বিল টাকায় গৃহীত হয়েছে।
- বিমানের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি ৩ মাস অন্তর ডলারকে টাকায় রূপান্তরের হার সম্পর্কিত আদেশ জারী করা হয়।
- ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আদায় ভাউচার পরীক্ষান্তে দেখা যায় জুলাই'০৯ থেকে ফেব্রুয়ারী' ১১ সময় পর্যন্ত ১ ইউএস ডলার ৬৯.৪০ টাকা হারে USD কে টাকায় রূপান্তর করে টাকায় বিল গৃহীত হয়েছে। মার্চ' ১১ হতে মে' ১১ সময়ে ৭০ টাকা হারে এবং জুন'১১ তে ইউএসডলার ৭২ টাকা হারে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বিমানের অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ডলার ও টাকার বিনিময় হারের কম হারে ডলারকে টাকায় রূপান্তর করে কার্গোর ভাড়া আদায় করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে ৫,৩৬,৯৪,১৪৪ টাকা।
- উল্লেখ্য জুলাই'০৯ হতে ডিসেম্বর'০৯ সময়ে ডলার ও টাকার বিনিময় হার ছিল ৬৯.৪০ টাকা। উক্ত ০৬ মাসে ১ ইউএস ডলার ৬৯.৪০ টাকা হারেই ইউএস ডলারকে টাকায় রূপান্তর করাতে ঐ ০৬ মাসে আর্থিক ক্ষতি হয়নি, পরবর্তী জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১১ সময়ে আলোচ্য ৫,৩৬,৯৪,১৪৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে বর্ণিত)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিমানে কার্গো সংক্রান্ত ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ বিশেষ করে ইউএস ডলার এ নির্ধারিত হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে ইউএস ডলার বাংলাদেশী মুদ্রায় রূপান্তর করে ভাড়া আদায় করা হয়। বিমানের জন্মলগ্ন থেকে ট্যারিফ শাখা কর্তৃক যে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় ঐ বিনিময় হারেই টাকা গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ও সরকারি বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কর্তৃক এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি, যে কারণে কোন সংশোধনী আনার চিন্তা ভাবনা করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাজার দর অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারের কম হারে এমনকি বিমানের অর্থ বিভাগ কর্তৃক তিন মাস অন্তর বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ যে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে উহা অপেক্ষাও কম হারে ডলারকে (ইউএসডলার) টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- বিমানের ট্যারিফ শাখা ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক। বিমানের ট্যারিফ শাখা শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বিনিময় হার অনুসরণ করতে পারে। কাজের সুবিধার্থে

বিমানের বোর্ড কর্তৃক বিনিময় হারের তারতম্য বিবেচনায় বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি ২/১ মাসের ব্যবধানে বিনিময় হার নির্ধারণ করাই যুক্তিসংগত ছিল।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিমানের ট্যারিফ শাখা ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। ট্যারিফ শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ অনুসরণ করেই Rate of Exchange নির্ধারণ করে থাকে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কার্গোভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে কম বিনিময় হারে ইউএস ডলারকে টাকায় রূপান্তরের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক ।
- সরকার নির্ধারিত বিনিময় হার পরিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত কাজ ছাড়াই পরামর্শক ফি প্রদানের নামে মেসার্স এয়ারলোজিকা-কে অর্থ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি ৪৬,১৫,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টিকিট রিজার্ভেশন শাখার নথিপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কাজ ছাড়াই পরামর্শক ফি প্রদানের নামে মেসার্স এয়ারলোজিকা কে অর্থ প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৪৬,১৫,০০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ-১ ও চ-২" তে দেখানো হলো)।
  বিমানের টিকিট রিজার্ভেশন বিষয়ে Outsource analysis & reporting of GDS (Global distribution System) নামে এয়ারলোজিকা কর্তৃক Invoice /বিল দাবী করা হয় এবং কমার্শিয়াল অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত হয়ে বিল প্রদান করা হয়।
- টিকিট রিজার্ভেশন বিলসমূহ যাচাই করে দেখা যায় টিকিট রিজার্ভেশন এ booking সংখ্যা অপেক্ষা টিকিট বাতিল সংখ্যা অনেক বেশী, টিকিট বিক্রির সংখ্যার সাথে বাতিল ও বুকিং এর পরিসংখ্যান মিল নেই।
- বর্ণিত অমিলের বিষয়ে বিল প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করা হয়। তিনি এ বিষয়ে কোন তথ্য দিয়ে অডিটকে সহায়তা করতে পারেননি। এ বিষয়ে এয়ারলোজিকার কোন তথ্য নেই।
- GDS কোম্পানী মেসার্স Amedeus এর বিল পরীক্ষা করে দেখা যায় বিমান কর্তৃক বিল দেয়া হয়েছে ১০৩.৭৪ লক্ষ টাকা। টিকিট বুকিং পর্যালোচনাতে দেখা যায় প্রকৃত টিকিট বিক্রি ২ অর্থ বছরে ৩,৬০,৯৪৪টি এর বিপরীতে বুকিং ১১,৯০,৩৩০টি এবং বুকিং বাতিল এর বিল দেয়া হয়েছে ১৯,৮৪,৪২২ টি। এই ক্ষেত্রে ০২ (দুই) অর্থ বছরের টিকিট বুকিং, বুকিং বাতিল ও টিকিট বিক্রির উক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী টিকিট বিক্রির তুলনায় বুকিং করা হয়েছিল ৩২৯.৭৮% এবং বুকিং বাতিল করা হয়েছে ৫৪৯.৭৮%। এই বুকিং বাতিলের কোন তথ্য যেমন যাত্রী পরিচয়, কোন তারিখে বুকিং, কোন তারিখে বাতিল, ফ্লাইট নং ইত্যাদি তথ্য বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট চাওয়া হয়। বিমান কর্তৃপক্ষ জানান এরূপ কোন তথ্যই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স এয়ারলোজিকা দেয় না যা তাদের দায়িত্বে ছিল । ফলে বাংলাদেশ বিমানের পক্ষে বিল প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হাসান, কমার্শিয়াল অফিসার বাংলাদেশ বিমান বর্ণিত তথ্য দিতে পারেননি। এ ছাড়াও গাণিতিকভাবে বুকিং সংখ্যা = টিকিট বিক্রি সংখ্যা+বুকিং বাতিল সংখ্যা হওয়া আবশ্যক ছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা হয়নি। এ বিষয়েও বিমান কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। অর্থাৎ কাজ ছাড়াই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স এয়ারলোজিকাকে ২ বছরে ৪৬,১৫,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে ।
- কাজ ছাড়াই বিল প্রদান করার কারণ অডিটকে অবহিত করার অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এয়ারলোজিকা কোম্পানী ZEUS Softwar এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীগুলির BIDT পর্যালোচনা সাপেক্ষে GDS ব্যবহারকারী ট্রাভেল এজেন্টদের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। ফলে এয়ারলোজিকাকে পরামর্শ ফি প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এয়ারলোজিকা এর বিল প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হাসান, কমার্শিয়াল অফিসার HDQ & GDS Cell অডিটকালীন অডিট দলকে এ বিষয়ে কোন প্রকার তথ্য সরবরাহ করেননি।
- মেসার্স এ্যামাডিউস (GDS কোম্পানী) এর বিল অনুযায়ী টিকিট বিক্রি ৩,৬০,৯৪৪টি। কিন্তু বাতিল ১৯,৮৪,৪২২ টি এই বাতিল এর সমর্থনে কোন্ তারিখে বুকিং, কোন্ তারিখে বাতিল, পাসপোর্ট নম্বরসহ বুকিংকারীর পরিচয় এরূপ কোন তথ্য এয়ারলোজিকা দিতে পারে নাই। ফলে জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ পূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, Airlogica এর সাথে চুক্তির কারনে এবং প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ ব্যয় বহুল এজেন্ট, Duplicate Waitlist বুকিং, দেশ অনুযায়ী বুকিং বাতিল অনুপাত, ফ্লাইট বিলম্ব হেতু খরচ এবং বিভিন্ন ফ্লাইট মনিটরিং করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে GDS Awarness Program এ ৭০-৮০% শৃংখলা

ফিরিয়ে আনা হয়েছে। জবাব নিরীক্ষায় গৃহীত হয়নি। কারন, উল্লেখিত বিষয়গুলো জবাবে উল্লেখ করা হলেও নিরীক্ষাকালে এ ধরনের কোন মাসিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা দলের গোচরীভূত হয়নি। উল্লেখ্য যে, Airlogica কোম্পানী কর্তৃক Zeus Software এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীর BIDT পর্যালোচনা সাপেক্ষে ট্রাভেল এজেন্টদের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে তথ্য মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয় উহার প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৪/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় Airlogica কোম্পানীর Zeus Software এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীগুলোর BIDT পর্যালোচনা সাপেক্ষে ব্যবহারকারী ট্রাভেল এজেন্টদের সার্বিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয় । জবাবে নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী চাহিদাকৃত তথ্যাদি দেয়া হয়নি বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যেহেতু এয়ারলোজিকা কর্তৃক GDS কোম্পানীর বুকিং বাতিল সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা যাচ্ছে না, বিমানকে টিকিট বিক্রির প্রায় ৬ গুণ টিকিট বাতিল ফি দিতে হয় কাজেই এরূপ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ফি দিয়ে বিমানের উপকার হয়নি বিধায় আলোচ্য ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজে পরামর্শক নিয়োগ করতে হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যাতে টিকিট বিক্রি, বুকিং, বুকিং বাতিল, যাত্রী পরিচয় ইত্যাদি সকল তথ্য সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য দিতে পারে সে বিষয়গুলি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে বিমান কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন ।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যানকে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক (Remuneration) প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ২৬,২৫,৮০৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-৭-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সংস্থার সচিবালয় শাখা ও পে-রোল শাখার নথিপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে,

- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যানকে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক (Remuneration) প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ২৬,২৫,৮০৬ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)।
- ২০০৭ সালে বিমান সংস্থাকে করপোরেশন থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়। বিমান যখন করপোরেশন ছিল তখন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান মনোনীত হতেন। কিন্তু তখন কোন চেয়ারম্যান বিমান থেকে কোন মাসিক পারিতোষিক পেতেন না।
- পরবর্তীতে কোম্পানী হওয়ার পর সূত্র নং-বিপম/বিমান/কমিটি-১/৯৯(অংশ)-৩৬৯তারিখ ২৮-১২-২০০৮খ্রিঃ এর মাধ্যমে জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে বিমান থেকে কোন মাসিক পারিতোষিক দেয়া হতো না।
- গত ১৫-০১-২০০৯খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- বিপম/বিমান/কমিটি/৯৯(অংশ)-২০ এর মাধ্যমে জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি এবং সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহম্মেদ, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) কে তদস্থলে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
- বিমান পরিচালনা পর্ষদের ০৬-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ৩৫তম সভায় শুধুমাত্র জনাব জামাল উদ্দিন আহম্মেদকে মাসিক ১,০০,০০০ টাকা পারিতোষিক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- তাছাড়া প্রচলিত বিধান হলো নিয়োগদাতা নিয়োগকৃত ব্যক্তির বেতন-ভাতা/পারিতোষিক নির্ধারণ করেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে জনাব জামাল উদ্দিন আহম্মেদকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হলেও মাসিক পারিতোষিক প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং নিয়োগ পত্রে পারিতোষিক প্রদানের বিষয় উল্লেখ না থাকাতে বোর্ড কর্তৃক মাসিক পারিতোষিক নির্ধারণ করা যথাযথ হয়নি বলে নিরীক্ষা মনে করে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চেয়ারম্যান এর মাসিক পারিতোষিক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পারিতোষিক পরিশোধ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পারিতোষিক প্রদানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিমানের পরিচালনা পর্ষদ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বিধায় ১১-০৬-২০০৯খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভার অনুমোদন ক্রমে চেয়ারম্যানকে মাসিক ১,০০,০০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। জবাব সন্তোষ জনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ লিঃ এর চেয়ারম্যানকে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যায়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যথায় এ পর্যন্ত প্রদত্ত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক ।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত এই ধরণের পারিতোষিক প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণকে চুক্তিকৃত হারের অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ১২,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রশাসন ও হিসাব শাখার নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে,

- চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণকে চুক্তিকৃত হারের অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ১২,০০,০০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হলো)।
- তিন জন কর্মকর্তাকে নির্ধারিত বেতনে ০৩ বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগের শর্ত এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণের বেতন বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১২,০০,০০০ টাকা।
- চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলেও অনিয়মিতভাবে সুবিধা প্রদান করতঃ বেতন বৃদ্ধি করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ঘটানোর কারণ অডিটকে অবহিত করার অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্ণিত ০৩ জন কর্মকর্তার যোগ্যতানুসারে ৫৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিমান লিমিটেড কোম্পানীতে রুপান্তরের পর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ফলে বেতন বৃদ্ধি অনিয়মিত হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিয়োগের শর্তানুযায়ী চুক্তিকৃত সময় ০৩ বছরের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির অবকাশ নেই। কাজেই জবাব সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া বোর্ড কর্তৃক কোম্পানির স্বার্থ উপেক্ষা করে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ০১-০৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে করপোরেশন থেকে পাবলিক লিঃ কোম্পানী করায় কোম্পানীর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। জবাব নিরীক্ষায় গৃহীত হয়নি। কারণ নিয়োগের শর্তানুযায়ী তিন বছরের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির কোন সুযোগ নাই। পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় বিমান পরিচালনা পর্ষদের ২২-০৩-২০১০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যেই বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। নিয়োগের শর্তানুযায়ী চুক্তিকৃত সময় ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির অবকাশ নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বর্ণিত ০৩ জন কর্মকর্তাকে চুক্তির শর্ত লংঘন করে অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদান করায় আলোচ্য ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনাম ঃ প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী এবং প্রাপ্যহারের চেয়ে বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি ১,৮৪,৩১,০৫১ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, কুর্মিটোলা, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১১খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ১০২ ধারা অনুযায়ী কোন কর্মচারি/শ্রমিকের সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৪৮ ঘন্টা এবং উক্ত নিয়মিত কর্ম ঘন্টার অধিক সময় কাজ করলে ধারা-১০৮ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অধিকাল ভাতা দ্বিগুণ হারে প্রাপ্য হবেন।

(ক) প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ ব্যতীত ও কোন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে ৪ ঘন্টার হারে (দ্বিগুণ হারে ৮ ঘন্টা) কাজ না করা সত্ত্বেও অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ৯৬,৪৯,২৮২ টাকা ক্ষতি হয়েছে [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং সম (বিধি-৩অধিঃ) ভাগ-০৭/২০০৭-৪০ তারিখ ২০-০৩-২০০৮খ্রিঃ এর পত্রে উল্লেখ রয়েছে "মাসিক মূল বেতন কে ৩০ দিনের পরিবর্তে ২২ কর্মদিবস ধরে ১৭৬ ঘন্টা দিয়ে ভাগ করে প্রতি ঘন্টা হারে অধিকাল ভাতা প্রদানের বিধিগত সুযোগ নেই"]

(খ) কর্মচারিগণের মাসিক মূল বেতনকে (৩০ X ৮ঘঃ) বা ২৪০ ঘন্টা দিয়ে ভাগ করে ঘন্টা প্রতি অধিকাল ভাতা প্রদান না করে বিধি বহির্ভূতভাবে মূল বেতনকে ১৮০ ঘন্টা দিয়ে ভাগ করে ঘন্টা প্রতি অধিকাল ভাতা প্রদান করায় অধিকাল ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ৮৭,৮১,৭৬৯ টাকা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট ক্ষতি (৯৬,৪৯,২৮২ + ৮৭,৮১,৭৬৯) বা ১,৮৪,৩১,০৫১ টাকা । বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঝ-১" ও "ঝ-২"** তে দেখানো হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিএফসিসি প্রশাসনিক আদেশ নং- ০৩/২০০২ তারিখ ০৪-০৭-২০০২খ্রিঃ এর নিয়মানুযায়ী অধিকাল ভাতা প্রদান করার বিধান রয়েছে। এয়ারলাইন্স ও ক্যাটারিং সেন্টারের শিফট ডিউটির ওভারটাইমের হিসাব শর্টরেষ্ট ভিত্তিতে করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অধিকালভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন, ২০০৬ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লংঘন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৫-০২-২০১২খ্রিঃ এবং ৩১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ এবং ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা বাবদ পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা এবং অবিলম্বে এরূপ ভাতা প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লীজে পরিচালিত (ফেরত নেওয়া)প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব, লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা বাবদ আদায়যোগ্য ৬৩,০০,৭৭০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), প্রধান কার্যালয়, মহাখালী, ঢাকার ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে লীজ সংক্রান্ত নথি, প্রিমিয়াম আদায়, বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লীজে পরিচালিত (ফেরত নেওয়া) প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব, লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা ৬৩,০০,৭৭০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঞ"** তে দেখানো হলো)।
- চুক্তি পত্রের শর্ত অনুযায়ী লীজ দেওয়ার পূর্বে ৫০% বাৎসরিক লীজ প্রিমিয়াম নিরাপত্তা জামানত হিসেবে প্রদান করা হয় এবং লীজ মেয়াদ কার্যকর হওয়ার দুই মাস পূর্বেই পরবর্তী বৎসরের লীজ প্রিমিয়াম সংস্থার তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিশর্ত অনুযায়ী লীজ প্রিমিয়াম ৫০% ও ২ মাস পূর্বে পরবর্তী বৎসরের লীজ প্রিমিয়াম গ্রহণ করে নাই।
- লীজে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্থার নিজস্ব জনবল প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রাখা হয়। নিয়োজিত লোকবল যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে নাই।
- বিদ্যুৎ বিল, খাজনা সরকারি রাজস্ব প্রিমিয়াম এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন ইত্যাদির দিকে নজর রাখার জন্য প্রতিটি লীজ ইউনিটে নিজস্ব লোকবল নিয়োজিত রাখা হয়। নিয়োজিত লোকবল দায়িত্ব পালন করে নাই।
- এক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদারকি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকবলের অনীহার কারণে সংস্থা ও সরকারের উপরোক্ত রাজস্ব অনাদায়ী থেকে যায় এবং অনাদায়ী অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি ফেরত নেওয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, লীজ প্রিমিয়াম আদায়ে লীজ গ্রহীতাকে কয়েক দফা তাগিদপত্র দেওয়া হয়। প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থ হলে ইচ্ছা মাফিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান নেই। সংশ্লিষ্ট জেলার জজ আদালতে মানিস্যুট মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির পর জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- লীজ মেয়াদ শুরুর দুই মাস পূর্বেই পরবর্তী বৎসরের লীজ প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে এবং বাৎসরিক প্রিমিয়ামের ৬ মাসের অগ্রিম জামানত হিসাবে সংস্থায় জমা থাকে। অধিকন্তু সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে পরিশোধের তদারকির জন্য জনবল নিয়োজিত রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নমনীয়তার কারণে সংস্থার ও সরকারের রাজস্ব যথাসময়ে আদায় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাপক এর লীজ প্রদত্ত ইউনিট সমুহের লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা আদায়ের জন্য চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী প্রতিটি ইউনিটের সাবেক ও বর্তমান লীজ গ্রহীতাকে যথাসময়ে কয়েক দফা পত্র দেয়া হয় কিন্তু লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাওনা পরিশোধ না করার জন্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লীজ চুক্তি বাতিল পূর্বক বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রনে ফেরৎ নেয়া হয়। আয়কর প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় আপত্তিতে জড়িত ইউনিট গুলোর মধ্যে খাগড়াছড়ি, সাগরদাড়ি, বেনাপোল, টঙ্গীপাড়া, টেকনাফ ইতোমধ্যে সংস্থার নিজস্ব নিয়ন্ত্রনে ফেরৎ নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া সরকারের পাওনা আদায়ের জন্য জেলা আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়াসহ আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ ইজারাদারগণের নিকট হতে মূসক ও আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৯,২৯,৮৪০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), প্রধান কার্যালয়, মহাখালী, ঢাকার ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ইজারা সংক্রান্ত নথি, বিল ভাউচার, সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ইজারাদারগণের নিকট হতে মূসক ও আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৯,২৯,৮৪০ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং এসআরও নং-১৩৩/আইন/৯৯/২১৪ মূসক তারিখ ১০-০৬-২০০৯খ্রিঃ এর মাধ্যমে (সেবা কোড এস-০৭৪.০০) গুদাম, স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ক্ষেত্রে ১৫% হারে মূসক ইজারা সেবার বিপরীতে আদায়যোগ্য হলেও ১৪,১৬,৫৭৬/- টাকা আদায় করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধি ৫৩(১৭)(বি) অনুযায়ী ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ৫% হারে ৫,১৩,২৬৪/- টাকা আদায় করা হয়নি।
- পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী সাতটি লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূসক এবং আয়কর বাবদ মোট (১৪,১৬,৫৭৬+৫,১৩,২৬৪) টাকা বা ১৯,২৯,৮৪০ টাকা আদায়যোগ্য (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ট"** তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, লীজ প্রদত্ত ইউনিটগুলোর ভ্যাট ও উৎসে কর আদায় সংক্রান্ত বিষয় কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না। কয়েকটি ইউনিট ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করলেও কতিপয় লীজ গ্রহীতা বাপক (বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন) এর বিপক্ষে হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করেছেন এবং সংস্থা কর্তৃক লীজ গ্রহীতার বিরুদ্ধে সংস্থার পাওনার জন্য জেলা জজ আদালতে মানি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলার অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়কারী বিভাগের না জানা কোন অজুহাত হতে পারেনা। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে উভয় পক্ষকে মামলায় জড়িত হতে হতো না এবং সরকারও রাজস্ব হতে বঞ্চিত হতো না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিটগুলো পৃথক পৃথক চুক্তির মাধ্যমে লীজ গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। কয়েকটি ইউনিটের লীজ চুক্তিতে ভ্যাট ও আয়কর আদায়ের বিষয়ে সরাসরি কোন নির্দেশনা ছিল না। পরবর্তীতে লীজ গ্রহিতাদেরকে বার্ষিক লীজ প্রিমিয়াম এর উপর আয়কর আদায়ের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সরকারের পাওনা পরিশোধ না করায় কোর্টে রীট মামলা দায়ের করা হয়। লীজ প্রদত্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে চুক্তি বাতিল পূর্বক বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সরকারি পাওনা আদায়ে আদালতে দায়ের কৃত মামলার অগ্রগতি পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি রাজস্ব আদায় সহ যথাসময়ে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
- বিধি মোতাবেক মূসক ও আয়কর আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ ইজারা মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে করের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,২২,১৫,৪৯২ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত করা হয়। নিরীক্ষাকালে পর্যটন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ ও বার ইজারা চুক্তিপত্র সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় উক্ত রাজস্ব ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে;

- ইজারা মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে করের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,২২,১৫,৪৯২ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৮-০৬-২০০০ খ্রিঃ তারিখে এস.আর.ও নং-১৭০-আইন/২০০০/২৬৯-মূসক অনুযায়ী ইজারা মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য;
- এবং আয়কর অধ্যাদেশ এর সেকশন-৫৩ এ ও বিধি-১৭ বি (অর্থ আইন ১৯৯৯)/আয়কর অধ্যাদেশ এর সেকশন-৫৩ জে ও বিধি-১৭ বিবি(অর্থ আইন-২০০৯) অনুযায়ী ইজারা চুক্তি মূল্যের ৫% হারে উৎসে আয়কর প্রযোজ্য;
- কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত পর্যটন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ ও বার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ইজারা ভিত্তিতে ২০০২ সাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং বার্ষিক প্রিমিয়াম/ইজারা মূল্য নিয়মিত আদায় হলেও উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে ভ্যাট ও আইটি আদায়ে পর্যটন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে;
- ফলে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৫ জন ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১,৭৪,৬৩,৯৭০ টাকা ও উৎসে কর বাবদ ৪৭,৫১,৫২২ টাকা, সর্বমোট ২,২২,১৫,৪৯২ টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঠ" তে দেখানো হলো)
- বার্ষিক প্রিমিয়াম আদায় নিশ্চিত করা হলেও বর্ণিত ভ্যাট ও আইটি আদায় না করে সরকারি রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর লীজ প্রদত্ত বাণিজ্যিক ইউনিটগুলোর ভ্যাট ও উৎসে কর আদায়ের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে জানা ছিল না। পরবর্তীতে কাষ্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের এর জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অত্র সংস্থার নজরে আসে। ভ্যাট ও উৎসে কর পরিশোধের জন্য সকল লীজ গ্রহীতাকে জানানো হলে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক রীট মামলা দায়ের করা হয়েছে। রীট মামলা নিষ্পত্তি হলে পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি বিধি-বিধান না জেনে সরকারি স্থাপনা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তর করা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারির কর্তব্য কাজে অবহেলা হিসেবে বিবেচ্য। উক্ত কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে এবং ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়েও মামলার সুযোগ পেয়েছে। লীজ প্রিমিয়াম আদায় হলেও সাথে সাথে ভ্যাট ও উৎসে কর আদায়ে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, উক্ত সংস্থার লীজকৃত ইউনিট মোটেল লাবন্য, বান্দরবান, সাকুরা, রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার এবং খাগড়াছড়ি ইউনিটগুলো সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট লীজ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে লীজ মানির উপর আয়করের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারে। এর পর প্রতিষ্ঠান সমূহকে লীজ মানির উপর উৎসে কর পরিশোধের জন্য তাগিদপত্র দেয়া হলে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর আয়কর প্রযোজ্য নয় বলে জানান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তাছাড়া খাগড়াছড়ি ইউনিটের জমাকৃত জামানত এর অর্থ সমন্বয়ের পর বকেয়া পাওনার পরিমান ৫,১২,১৩৯ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বকেয়া আদায়ের জন্য জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি রাজস্ব আদায়সহ কর্তব্য কাজে অবহেলা এবং সরকারি রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর কর্তণের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ- ১৩।

শিরোনাম ঃ বান্দরবানস্থ মিরিঞ্জা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত না হওয়াতে এ পর্যন্ত উক্ত খাতে আর্থিক ক্ষতি ১,৪২,৮০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছর হিসাব ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ থেকে ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বান্দরবানস্থ "মিরিঞ্জা" পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পের নথি থেকে দেখা যায়;

- মিরিঞ্জা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ এবং এ পর্যন্ত উক্ত খাতে খরচ করায় ক্ষতি ১,৪২,৮০,০০০ টাকা।
- প্রকল্পটির বরাদ্দ ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৯ (সংশোধিত)। প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে RCC Dam, Building Cable car, Water Reservoir, Machinary ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- জুন'১০ পর্যন্ত এ প্রকল্পে খরচ করা হয়েছে ১৪২.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের রেস্তোরাঁ, রাস্তা (অভ্যন্তরীণ), কাঁটাতারের বেড়া, ৫০০ KVA Sub Station নির্মাণ করা হলেও এ পর্যন্ত বাঁধ এবং Cable car নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পত্র নং-প-৫(৫৭)/২০০৭/(অংশ-১)/১৫৪/৯১৯ তারিখ ২৯-০৩-১১খ্রিঃ অনুযায়ী প্রকল্পটির বাকী অংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবেনা এবং লাভজনক হবেনা বিধায় তা"পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়"-এ হস্তান্তর করার জন্য বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা" সমন্বয় কমিটির ১২-০৮-১০খ্রিঃ তারিখের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেছেন "মিরিঞ্জা প্রকল্প"টি গ্রহণ করা সার্বিক বিবেচনায় যথার্থ হয়নি। তিনি বান্দরবান সদরে নীলাচল নামক স্থানে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার পরামর্শ দেন ।
- আলোচ্য প্রকল্পে ১৪২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও তা কোনও কাজে আসছেনা। এরূপ সরকারি অর্থ অপচয় করার কারণ অডিটকে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সংস্থা থেকে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি মিরিঞ্জা এলাকা পরিদর্শন করে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে। এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাবল কারসহ অন্যান্য পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ক্যাবল কার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় সংস্থা লোকসানের সম্মুখীন হয় এবং প্রকল্পের সব Component এর কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্প লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ করায় আলোচ্য ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মিরিঞ্জা প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক গ্রহণ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির মুল আকর্ষণ ক্যাবল কার বাস্তবায়ন না করায় শুধুমাত্র রেস্তোরাঁর অংশ চালু হওয়ায় প্রকল্পটি লোকসানের মুখে পড়ে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি অর্থ অপচয়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অপচয়কৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৪ ।

শিরোনাম ঃ টেকনাফস্থ পর্যটন হোটেল নেটং পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত ভংগ এবং ভ্যাট, ট্যাক্স, প্রিমিয়াম শর্তানুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ৩৪,০৩,০১২ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ হিসাব ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ থেকে ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে হোটেল নেটং, টেকনাফ এর লীজ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পর্যটন হোটেল নেটং পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত ভংগ এবং ভ্যাট, ট্যাক্স, প্রিমিয়াম শর্তানুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ৩৪,০৩,০১২ টাকা।
- পর্যটন হোটেল নেটং, টেকনাফ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনাকালে গড়ে প্রতি বছর ৩.১৮ লক্ষ টাকা অপারেটিং লস হওয়ায় বোর্ডের সিদ্ধান্তে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়;
- সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স নর্থ সাউথ প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর হোটেল মোটেল ব্যবসার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বার্ষিক ১৩,৫০,৯০১ টাকা (প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে) প্রিমিয়ামে প্রাথমিকভাবে ১৫ বছরের জন্য ২১-০৮-২০০৮খ্রিঃ তারিখে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়;
- চুক্তির অধিকাংশ শর্ত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরবর্তীতে লংঘন করা হয়েছে। হোটেলে আগত অতিথিদের নিকট হতে ভ্যাট আদায় করা হলেও তা সরকারি কোষাগারে জমা না করার অভিযোগে ভ্যাট কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক ০১-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখের আদেশে ইজারা গ্রহীতার ওপর ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে ১৫ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড আরোপ করা হয়েছে;
- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সংস্থার জনবলের প্রাপ্য সুবিধাদি পরিশোধ করা হয়নি, মেরামত ও সংরক্ষণ করা হয়নি এবং ইউটিলিটি বিল ও ফি পরিশোধ করা হয়নি;
- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ৩য় বছরের অগ্রিম প্রিমিয়াম, প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট ও উৎসে কর এবং অন্যান্য পাওনাসহ মোট ৪০,৭৯,৭৯,০১২{বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পত্র নং এইচ কিউ-৩৪(১৩)/বানিঃ(নেটং)/০৭/অংশ-১/৫৫৯ তারিখ ১৮/০১/২০১১ অনুযায়ী} টাকা আদায় নিশ্চিত হয়নি। পরবর্তীতে চুক্তি বাতিল করে হোটেলটি সংস্থার অধীনে ০১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে বুঝে নেয়া হয়েছে;
- নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৬,৭৫,৪৫১ টাকা সমন্বয়ের পরও অবশিষ্ট (৪০,৭৯,০১২-৬,৭৫,৪৫১) বা ৩৪,০৩,০১২ টাকা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি হয়েছে;
- উক্ত ক্ষতির মধ্যে বিক্রয় ভ্যাট বাবদ ১২,৫৮,০৭০ টাকা, প্রিমিয়ামের ওপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ২,১২,৮৯৪ টাকা ও উৎসে কর বাবদ ৯৭,৯৮৩ টাকা অর্থাৎ ভ্যাট ও উৎসে কর বাবদ ১৫,৬৮,৯৪৭ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রপার্টি ডেভেলপারকে পর্যটন মোটেল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। চুক্তিপত্রের শর্ত ভংগের কারণে মোটেলটি বুঝে নেয়া হয় এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণকালে বিপুল অংকের পাওনা সৃষ্টি হয়। উক্ত পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- হোটেল/মোটেল পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী চুক্তির সময়েই ১বছরের অগ্রিম ভাড়া গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বছর শুরুর আগেই ২ মাসের অগ্রিম ভাড়া নিতে হবে। চুক্তির মেয়াদ শেষের ৩ মাস পূর্বেই চুক্তি নবায়ন করতে হবে। চুক্তি ভঙ্গ করলে ৩০দিনের নোটিশে তাকে স্থাপনা ছাড়তে বাধ্য করা যাবে। ফলে অর্থ বকেয়ার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তা ইজারা গ্রহীতাকে অপ্রাপ্য সুবিধা প্রদান করায় বকেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে যাতে কর্তব্য কাজে অবহেলা ও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ

তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স নর্থ সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ কে হোটেল নেটং এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করা হলেও কোন মেরামত করা হয়নি। তাছাড়া উৎসে কর ও ভ্যাট পরিশোধের জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠান এ খাতে কোন অর্থ পরিশোধ করে নাই। এ সকল শর্ত ভঙ্গের দায়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির ধারা উল্লেখ পূর্বক পত্র প্রেরণ করা হয়। এক পর্যায়ে হোটেল গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটি উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)কে বুঝে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। পরবর্তীতে বাপক এর নির্ধারিত কমিটি কতৃক হোটেল নেটং বুঝে নেয়া হয়। দায় দেনা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা যায় লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিপুল অংকের টাকা পাওনা থেকে যায়। এ সকল পাওনা পরিশোধের জন্য লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি কোন সাড়া দেয়নি। পরবর্তীতে বাপক কতৃক মেসার্স নর্থ সাউথ প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর নিকট হতে বকেয়া আদায়ের জন্য জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী যথাযথ মনিটরিং না করা, আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্র তৈরীর সুযোগ দেয়া, সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব সংগ্রহ না করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায়সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- মামলার পরবর্তী অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম ঃ গলফার্স ইন রেস্তোরাঁ ও বার কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব এর নিকট হস্তান্তরের পর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর মালামাল ফেরৎ না আনাতে/মূল্য আদায় না করাতে ক্ষতি ২৫,৫১,৯০৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), ঢাকা এর ২০০৯-১০ সালের হিসাব ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ থেকে ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে গলফার্স ইন এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গলফার্স ইন রেস্তোরাঁ ও বার, কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব এর নিকট হস্তান্তরের পর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর মালামাল ফেরৎ না আনাতে/মূল্য আদায় না করাতে ক্ষতি ২৫,৫১,৯০৯ টাকা।
- গত ০১-০৯-০৫ তারিখ থেকে বাপক রেস্টুরেন্টটি গলফার্স ক্লাব কুর্মিটোলার নিকট হস্তান্তর করে। কিন্তু উহার মালামাল মে'১১ পর্যন্ত ফেরৎ আনা হয়নি। বাপক এর পত্র নং এইচকিউ-২১ (১৭)/২০০৪-বানি/৮৯/৭৮৯ তারিখ ২১-০৩-১০খ্রিঃ থেকে দেখা যায় উক্ত ফেলে আসা মালামাল (ফার্নিচার, ক্রোকারিজ মেশিনারি) ইত্যাদি এর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের বুকভ্যালু ২৮,৮৬,৭০৯ টাকা, ভাড়া বাবদ গল্‌ফ ক্লাবের পাওনা ৩,৩৪,৮০০ টাকা ফলে বাপক এর মালামালের মূল্য বাবদ গল্‌ফ ক্লাব এর নিকট পাওনা (২৮,৮৬,৭০৯-৩,৩৪,৮০০)টাকা=২৫,৫১,৯০৯ টাকা।
- ২০০৫ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রেস্টুরেন্ট পরিচালনা থেকে চলে আসলেও এই দীর্ঘ ০৫ বছরের মধ্যে মালামাল ফেরৎ আনার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মালামাল ফেরৎ না আনার কারণে অথবা মূল্য আদায় না করার কারণে সংস্থার ক্ষতি হয়েছে ২৫,৫১,৯০৯.০০ টাকা।
- উক্ত টাকা আদায় না করার কারণ অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গলফার্স ইন রেস্তোঁরা ও বার, কুর্মিটোলা গলফ্ ক্লাবে ১৯৮৩-৮৪ থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। ২০০৫ সালে কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব গলফার্স ইন রেস্তোরাঁ ও বার নিজস্ব ব্যবস্থায় পরিচালনা করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্লাবের নির্দেশে রেস্তোরাঁ ও বারের যাবতীয় মালামাল না নিয়ে চলে আসতে হয়েছে। বার লাইসেন্স ফেরৎ দেয়া হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কর্পোরেশনের মালামাল ফেরৎ আনতে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উলেখপূর্বক ২৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গলফ ক্লাবে রেখে আসা মালামাল এর মূল্য বাবদ ২৫,৫১,৯০৯ টাকা পরিশোধ বিষয়ে গলফ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বরাবরে ২৬-০৩-১০ খ্রিঃ তারিখে পত্র লেখা হয়। গলফ ক্লাব কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ না করায় দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তাছাড়া উক্ত সংস্থার নামে ইস্যুকৃত গলফ ক্লাবের বার লাইসেন্সটি দিয়ে গুলশান/বারিধারা এলাকায় একটি বার পরিচালনার জন্য মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জরুরী ভিত্তিতে মালামাল অথবা উহার মূল্য এবং বার লাইসেন্স ফেরৎ আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম ঃ আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করার পর অনিয়মিতভাবে ইজারা চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত লংঘন এবং পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ১৬,১৪,৩৬৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, (বাপক), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে পর্যটন মোটেল বেনাপোলের লীজ নথি পর্যালোচনায় উক্ত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়;

- আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করার পর অনিয়মিতভাবে ইজারা চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত লংঘন এবং পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ১৬,১৪,৩৬৪ টাকা।
- পর্যটন মোটেল বেনাপোল এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম ২০০৩ সালে শুরু হয়। সংস্থার অধীনে পরিচালিত ইউনিটটি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে থাকা অবস্থায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে ০৮-০৪-০৮খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত উন্মুক্ত দরপত্রে (পুনঃ টেন্ডার) প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরদাতার বার্ষিক প্রিমিয়াম ১২,১৭,০০০ টাকায় (প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে) প্রাথমিকভাবে ১৫ বছরের জন্য লীজ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ১৫-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিংকে Letter of intent প্রদান করা হয়।
- কিন্তু মেসার্স হেলসিয়ন কর্তৃক Letter of intent এর শর্তানুযায়ী ১৫দিনের মধ্যে লীজ প্রিমিয়ামের অগ্রিম অর্থ পরিশোধ না করে খসড়া চুক্তিপত্রের অধিকাংশ শর্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়।
- এটি সিডিউলে বর্ণিত শর্তাবলীর সুস্পষ্ট লংঘন বিধায় ১৮-০৯-০৮খ্রিঃ তারিখে পর্যটন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেসার্স হেলসিয়নের আর্নেষ্ট মানি বাবদ ৩১,৮০০ টাকা সংস্থার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পুনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- কিন্তু পরবর্তীতে মেসার্স হেলসিয়ন কর্তৃপক্ষ বেনাপোল মোটেলটি পরিচালনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় ১৭-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ৩৫০তম সভার সিদ্ধান্তে পূর্বের Letter of intent এর শর্তে অর্থ জমা সাপেক্ষে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অনুমোদন দেয়া হয়।
- বাজেয়াপ্তকৃত আর্নেষ্ট মানি অনিয়মিতভাবে লীজ প্রিমিয়ামের সাথে সমন্বয়পূর্বক ২২-১২-০৮খ্রিঃ তারিখে বেনাপোল মোটেল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে মেসার্স হেলসিয়নের সাথে চুক্তি করা হয়, যা ০১-০১-০৯খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয়।
- মেসার্স হেলসিয়নের ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর প্রত্যয়নপত্রে বর্ণিত ব্যবসায়িক ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানায় গরমিল রয়েছে এবং চুক্তিপত্রে বর্ণিত পার্টির ঠিকানা ও সত্বাধিকারের স্বাক্ষরের নিচে স্ট্যাম্প সীলের ঠিকানায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে;
- মেসার্স হেলসিয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তিপত্রের অধিকাংশ শর্ত লংঘন করা হয়েছে। যার মধ্যে বার্ষিক প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও ট্যাক্স অগ্রিম পরিশোধ না করা, ইউটিলিটি বিল, কর্মকর্তা/কর্মচারির বেতন ভাতা পরিশোধ না করা, নিজ খরচে ঝুঁকি বীমা না করা, সিএ ফার্ম কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষা না করা এবং সম্পদের ক্ষতি সাধন করা।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ চুক্তির শর্তানুযায়ী পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিরাপত্তা জামানতের সমপরিমাণ অর্থ পাওনা থাকা অবস্থায় চুক্তির শর্তানুযায়ী ইজারা বাতিল না করে ইজারা গ্রহীতাকে সুযোগ প্রদান করায় সর্বশেষ মোটেলটি বুঝে নেয়ার সময় পর্যন্ত (০১-০২-২০১১ খ্রিঃ) নিরাপত্তা জামানত সমন্বয়ের পরও সর্বমোট ১৬,১৪,৩৬৪ টাকা পাওনা আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না করে চুক্তির শর্তাবলি পরিবর্তনের অনুরোধ করে যা চুক্তিপত্রের শর্ত বরখেলাপের সামিল। যথাসময়ে চুক্তি স্বাক্ষর না করায় তাদের আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত এবং পুনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে বাজেয়াপ্তকৃত আর্নেষ্ট মানি সমন্বয় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈধতা থাকে না। আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্তের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান চুক্তিপত্রের শর্তাবলি পরিবর্তনের বিষয়ে অনড় অবস্থানে থাকে যা সিডিউলের শর্তের পরিপন্থী। আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে কিন্তু বাস্তবে চুক্তির অধিকাংশ শর্ত ভংগ করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং ২য় দফায় সর্বোচ্চ দরদাতা হওয়ায় এতদ্সংক্রান্ত মূল্যায়ন কমিটির নিকট তা বিবেচিত হয় এবং বাপক এর পরিচালনা পর্ষদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন প্রদান করে। মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না করে চুক্তির শর্তাবলি পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানায় যা চুক্তিপত্রের শর্তাবলি বরখেলাপের শামিল। কয়েক দফা চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহবান করা হলেও প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে চুক্তি সম্পাদন না করায় আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পুনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হেলসিয়ন ক্যাটারিং চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বাপক কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানায়। ফলে বাপক এর পরিচালনা পর্ষদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং পূর্বের জমাকৃত আর্নেষ্ট মানি সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির অর্থ আদায়সহ বর্ণিত অনিয়ম ও চুক্তির শর্তানুযায়ী অর্থ আদায়ের ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- মামলার অগ্রগতি জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম ঃ যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবে ইজারা চুক্তি বাতিল হলেও পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ১১,৬০,৩৬৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন , প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে করা হয়। নিরীক্ষাকালে ইজারা নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ইজারা চুক্তি পত্রের ৩ নং শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহীতার নিকট সংস্থার প্রাপ্য অর্থ বকেয়া রাখার সুযোগ নেই। কারণ চুক্তি পত্রের ৩ (বি) শর্তানুযায়ী ১ম বছরের প্রাপ্য অর্থ চুক্তি স্বাক্ষরের পুর্বেই অগ্রিম পরিশোধ এবং ৩ (সি) শর্তানুযায়ী পরবর্তী বার্ষিক প্রিমিয়াম বছর শুরুর ২ মাস পূর্বেই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য এবং অন্যান্য শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ভ্যাট, ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল, ফি, বেতন ভাতা ইত্যাদি সময়মত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া চুক্তি পত্রের ১৮নং শর্তানুযায়ী পর্যটন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত বিষয় সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের সুযোগ থাকলেও তা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পর্যটন কুয়াকাটা ইউনিটটি বার্ষিক প্রিমিয়াম ১৫,৭৫,০০০ টাকা এবং নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৭,৮৯,০০০ টাকা জমা সাপেক্ষে ২৪-১২-০৭খ্রিঃ তারিখে মেসার্স শিমরু ইমপোর্ট এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি বাতিল করে ইউনিটটি ৩১-০৭-০৯খ্রিঃ তারিখে সংস্থার অনুকূলে বুঝে নেয়া হলেও নিরাপত্তা জামাতের অর্থ সমন্বয়ের পরও ৩,৮৯,১১১.৮৩ টাকা আদায় নিশ্চিত হয়নি।
- পর্যটন হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে এবং ৫০,০০০ টাকা জামানতে ২২-০৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মেসার্স এনএসপি ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেল্স এর সাথে ইজারা চুক্তি হয় এবং ইজারা চুক্তি বাতিল করে ০১-১২-১০ খ্রিঃ তারিখে বুঝে নেয়া হলেও নিরাপত্তা জামানত অতিরিক্ত ৫,২৯,৮৭১ টাকা আদায় নিশ্চিত হয়নি।
- পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি বার্ষিক ৪০,০০০ টাকা প্রিমিয়ামে এবং ২০,০০০ টাকা নিরাপত্তা জামাতে ২২-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স এনএসপি ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেল্স এর সাথে ইজারা চুক্তি এবং ০১-১২-১০খ্রিঃ তারিখে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হলেও নিরাপত্তা জামানত অতিরিক্ত ২,৪১,৩৮৪ টাকা আদায় নিশ্চিত করা হয়নি।
- সুতরাং চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী অর্থ বকেয়া রাখার সুযোগ না থাকলেও বকেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা জামানতের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে (৩,৮৯,১১১.৮৩+৫,২৯,৮৭১+২,৪১,৩৮৪) টাকা বা ১১,৬০,৩৬৬.৮৩ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, লীজ গ্রহীতা প্রিমিয়ামসহ অপরাপর অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সমস্ত ইউনিটগুলো বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এনে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। ইউনিটগুলো গ্রহণের প্রাক্কলন নানাবিধ পাওনার কারণে নিরাপত্তা জামানত সমন্বয় করেও পাওনা থেকে যাচ্ছে যা আদায়ের লক্ষ্যে মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ লীজ চুক্তির শর্তানুযায়ী বার্ষিক লীজ প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও ট্যাক্স বছর শুরুর ২ মাস পূর্বে অগ্রিম পরিশোধ করতে ইজারা গ্রহীতা বাধ্য থাকলেও পর্যটন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেরীতে পরিশোধের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী সব ইউটিলিটি বিল, বিক্রয় ভ্যাট, ট্যাক্স, লাইসেন্স ফি, ইত্যাদি ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিয়মিত পরিশোধ করছে কিনা তা পর্যটন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে নিবিড় মনিটরিং না করায় পাওনার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রনালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাপক এর লীজ প্রদত্ত বাণিজ্যিক ইউনিট সমূহের নিরাপত্তা জামানত বাপক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার পরই এ বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এ বিষয়ে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আপত্তিতে বর্ণিত

কুয়াকাটা হোটেল মধুমতি এবং সাগরদাড়ি ইউনিট সমূহের লীজ গ্রহীতা প্রিমিয়ামসহ অন্যান্য অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সমস্ত ইউনিটসমূহ বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রনে এনে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। বাপক এর পাওনা আদায়ে সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ইউনিটসমূহ বাপক এর নিয়ন্ত্রনে ফেরৎ নেওয়া হয় এবং নিরাপত্তা জামানত সমন্বয় করার পরও পাওনা অর্থ অবশিষ্ট থেকে যায়। ফলে হোটেল মধুমতি ও সাগরদাড়ি ইউনিটের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার অগ্রগতি পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পাওনা অর্থ আদায়সহ চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ইজারা গ্রহীতাকে জামানত অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকায় সুযোগ প্রদানের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- মামলার অগ্রগতি জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৮।

শিরোনামঃ সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৭০,৩৭,৯৩৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপসী বাংলা হোটেল, শাহবাগ, ঢাকা এবং প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল,ঢাকা এর ২০১১ সালে হিসাব ১৫-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ এবং ১৩-০৫-২০১২খ্রিঃ হতে ২২-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সার্ভিস চার্জ পরিশোধের ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৭০,৩৭,৯৩৪ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সালের সেকশন-৫৩ ই অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। অর্থ আইন-২০১০ অনুযায়ী ০১-০৭-২০১০খ্রিঃ তারিখ হতে ৭.৫% হারে এবং অর্থ আইন, ২০১১ অনুযায়ী ০১-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখ হতে সার্ভিস চার্জের উপর ১০% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
- ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪নং সাব কমিটির ৩২তম বৈঠকের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে এখন থেকে নিয়মিতভাবে সার্ভিস চার্জের উপর প্রযোজ্য হারে কর আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- (ক) রূপসী বাংলা হোটেল ক্রেতার নিকট হতে ১২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করে সমহারে বাংলদেশ সার্ভিসেস লিঃ ও হোটেলের কর্মচারি/কর্মকর্তাদের পরিশোধ করা হলেও উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের ১,১৮,৪২,৮৭২ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)।
- (খ) প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ক্রেতার নিকট হতে ১২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করে সমহারে বিএসএল ও হোটেলের কর্মচারি/কর্মকর্তাদের পরিশোধ করা হলেও উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের ৫১,৯৫,০৬২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ফলে রাজস্ব বাবদ সরকারের ক্ষতি (১,১৮,৪২,৮৭২ + ৫১,৯৫,০৬২) বা ১,৭০,৩৭,৯৩৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) ১৯৮৪ সালের আয়কর আইনে ধারা (২) এর উপধারা (৫৮) এর ৩নং Proviso অনুযায়ী বেতনের অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি যা Perquisite (নিয়মিত বেতনের অতিরিক্ত প্রাপ্য ভাতা) নামে পরিচিত এবং বেতন খাতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত। সে অনুযায়ী আয়কর রিটার্ণ জমা দেয়ার সময় সার্ভিস চার্জ Taxable আয় হিসাবে দেখিয়ে উৎসে কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়। (খ) সার্ভিস চার্জ হোটেল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের Salary বেনিফিটের অংশ বিধায় এর উপর আলাদা কর আরোপের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত ও আয়কর অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৫-২০১২খ্রিঃ এবং ২৮-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০২-০৭-২০১২খ্রিঃ এবং ০৮-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সত্বর আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে সার্ভিস চার্জ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে উৎসে আয়কর কর্তন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনাম ঃ চাহিদাকৃত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গাড়ী সরবরাহকারী মেসার্স র‍্যাংগস মোটর কর্তৃক অফার প্রদান করা হলেও নন রেসপনসিভ ঘোষণা করে ২য় পুনঃ টেন্ডার করে একই সরবরাহকারি থেকে একই স্পেসিফিকেশনের গাড়ী বেশী মূল্যে ক্রয় করায় ক্ষতি ৩৫,০৫,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (HIL), ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৩-০৫-২০১২খ্রিঃ থেকে ০৩-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে,

- চাহিদাকৃত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গাড়ী সরবরাহকারি মেসার্স র‍্যাংগস মোটর কর্তৃক অফার প্রদান করা হলেও নন রেসপনসিভ ঘোষণা করে ২য় বার পুনঃ টেন্ডার করে একই সরবরাহকারী থেকে একই স্পেসিফিকেশনের গাড়ী বেশী মূল্যে ক্রয় করাতে আর্থিক ক্ষতি ৩৫,০৫,০০০ টাকা।
- চারটি গাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রথম টেন্ডার করা হয় ৩১-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখে। পারচেজ ম্যানুয়ালের শর্ত অনুযায়ী একটি দরপত্র পড়ায় তা বাতিল করা হয়।
- চারটি গাড়ী ক্রয়ের জন্য ২২-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে দুটি পত্রিকাতে পুনঃবিজ্ঞাপন (২য় টেন্ডার) দেয়া হয়। মেসার্স র‍্যাংগস মটর ও মেসার্স এজি মটরস থেকে দুটি অফার পাওয়া যায়। মেসার্স এজি মটর কর্তৃক চাহিদানুযায়ী অফার দাখিল না করাতে নন রেসপনসিভ করা হয়।
- Technical evaluation থেকে দেখা যায় মোট ২৩ দফা স্পেসিফিকেশনের মধ্যে মেসার্স র‍্যাংগস মটর এর অফারে ২১ দফার শর্ত ঠিক আছে দেখানো হয়েছে। শর্ত নং ৮ এর চাহিদাতে Seat Capacity ৫টি এবং অফারেও ৫টি আছে কিন্তু মন্তব্যে Leather Seat & Adjustable with head rest ঠিকাদার কর্তৃক উল্লেখ করা হয়নি। তবে Aceessories এর মধ্যে (V) head rest 4 Main Seat উল্লেখ ছিল এবং শর্ত নং-৯ এর চাহিদা ছিল রং হবে High Gloss Black. অফারে মেসার্স র‍্যাংগস উল্লেখ করেছে Black Mica. এই দুটি কারণে মেসার্স র‍্যাংগস এর দরপত্র Non Responsive করে টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে।
- একই অফার ১ম পুনঃটেন্ডার (২য় টেন্ডার) এ Non Responsive করা হলে ও ২য় পুনঃটেন্ডার (৩য় টেন্ডার) Responsive করা হয়েছে।
- ১ম পুনঃটেন্ডারে (২য় টেন্ডার) দাখিলকৃত দর ছিল ৫৩,৯৯,০০০/- টাকা প্রতিটি। ২য় পুনঃটেন্ডার (৩য় টেন্ডার) করে একই ঠিকাদার মেসার্স র‍্যাংগস থেকে একই স্পেসিফিকেশন গাড়ী প্রতিটি ৬১,০০,০০০.০০ টাকা মূল্যে ৫ টি গাড়ী ক্রয় করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে (৬১,০০,০০০-৫৩,৯৯,০০০) x ৫ = ৩৫,০৫,০০০.০০ টাকা।
- মেসার্স র‍্যাংগস লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত স্পেসিফিকেশন চাহিদানুযায়ী থাকা সত্ত্বেও ১ম পুনঃটেন্ডার (২য় টেন্ডার) এ Non Responsive ঘোষনা করে একই স্পেসিফিকেশন এর গাড়ী ২য় পুনঃটেন্ডারে (৩য় টেন্ডার) বেশী দামে ক্রয় করে আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, দরদাতা কর্তৃক ৮ নং দফাতে সিট শুধু ৫ লিখেছে কিন্তু accessories এর মধ্যে Adjustable with head rest লেখেন। ফলে ১ম পুনঃটেন্ডারে(২য় টেন্ডার) দরপত্রের দরকে Non Responsivc করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যে কারণে ১ম পুনঃটেন্ডার Rangs Ltd এর টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ ১ম পুনঃ টেন্ডার আহবান করা হয় ২২-১১-১০তারিখে, খোলা হয় ০৬-১২-১০ তারিখে। এই অফারের সাথে যে accessories এর তালিকা দেয়া হয়েছে উহা Rangs Ltd এর পক্ষে স্বাক্ষর করা হয়েছে ২৬-১১-১০ তারিখে অর্থাৎ এই অফার ১ম পুনঃ দরপত্রের, উহাতে চাহিদাকৃত স্পেসিফিকেশন রয়েছে।
- ২য় পুনঃ দরপত্র আহবান করা হয় ০২-০২-১১ তারিখে এবং খোলা হয় ১০-০২-১১ তারিখে। এর সাথের অফারের স্বাক্ষর ০৭-০২-১১ তারিখের, ইহার মধ্যে শুধু লেদার সিট বলা আছে Head rest With Minimum 4 main Seat উল্লেখ নেই। কাজেই জবাব তথ্যভিত্তিক নয়। ফলশ্রুতিতে প্রমাণিত হয় পুরো ক্রয় প্রক্রিয়াতেই স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ২য় পুনঃটেন্ডারের মাধ্যমে বেশী দামে গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-২০।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে পদবী পরিবর্তন করে দপ্তরাদেশ শর্ত উপেক্ষা করে জনাব টি এম রেজাউল করিম উপ-ব্যবস্থাপক (অর্থ) কে বেতন ভাতা বাবদ ১০,০৮,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (HIL), ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৩-০৫-২০১২খ্রিঃ থেকে ০৩-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে টি এম রেজাউল করিম এর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে পদবী পরিবর্তন করে দপ্তরাদেশ শর্ত উপেক্ষা করে জনাব টি এম রেজাউল করিম উপ-ব্যবস্থাপক(অর্থ) কে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদান ১০,০৮,০০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" তে দেখানো হলো)।
- জনাব করিম কে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৭০-২০-ইবি-২৫-৭৪৫ টাকা বেতন স্কেলে Accounts Assistant Cum Cashier পদে নিয়োগ দেয়া হয় ২১-১০-১৯৮১খ্রিঃ তারিখে।
- অফিস আদেশ নং হিল/সচিবালয় ০১ (১৯)/৭৮-৯৭ তাং ১৫-০৪-৯৭ এর মাধ্যমে তাঁর পদ পরিবর্তন করে সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ) করা হয়, তবে শর্ত দেয়া হয় বেতন স্কেল এবং আর্থিক সুবিধাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
- অফিস আদেশ নং হিল/সচিবালয় ০১ (১৯)/৭৮-২০০৩/৭৭০ তারিখ ১৪-১২-০৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে তাঁর পদের নাম পরিবর্তন করে উপ-ব্যবস্থাপক (অর্থ) করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, পদবী পরিবর্তনের সাথে তার বর্তমান বেতন স্কেল এবং আর্থিক সুবিধাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে পদবী পরিবর্তন করার সাথে বেতন স্কেল' ৯৯,বেতন স্কেল' ২০০৫ এবং বেতন স্কেল' ২০০৯ অনুসারে উপ-ব্যবস্থাপক(অর্থ) এর বেতন স্কেল প্রদান করে Pay Fixation করা হয়েছে, অর্থাৎ দপ্তরাদেশের শর্ত লংঘন করে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাপ্য বেতন স্কেল থেকে উচ্চতর বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে ২০১০ ও ২০১১ সালে অতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদানে ক্ষতি হয়েছে ১০,০৮,০০০ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পদবী পরিবর্তনের সাথে বেতন স্কেলের পরিবর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পদবী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের এর অনুমোদন নেই।
- Accounts Assistant Cum Cashier পদে জনাব টি এম রেজাউল করিমকে নিয়োগ দেয়ার পর তার কোন পদোন্নতি দেয়া হয়নি, কাজেই উপ-ব্যবস্থাপক(অর্থ) পদের বেতন স্কেল তাঁকে দেয়া সঠিক হয়নি বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। ০৮-০৮-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- Accounts Assistant cum Cashier পদের বেতন পুনঃনির্ধারণ করে অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ আদায় করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক পদবী পরিবর্তন নিয়মিত করা আবশ্যক অথবা TO&E মোতাবেক যথাযথ পদ ও স্কেলে পদায়নপূর্বক পদবী ও স্কেল সংশোধন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২১।

শিরোনাম ঃ সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আন্তর্জাতিক চেইন ম্যানেজমেন্ট হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ (বিএসএল), শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০৪-২০১২খ্রিঃ হতে ১৪-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতাদির ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আন্তর্জাতিক চেইন ম্যানেজমেন্ট হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস্ করপোরেশন এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ০১-০১-১৯৭৯খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯৮৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত হোটেলের অপারেটর হিসেবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস করপোরেশনকে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ ও শেরাটন ওভারসিস ম্যানেজমেন্ট করপোরেশন এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ১৯৮৪ সাল হতে ৩০-৪-১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত হোটেলের অপারেটর হিসেবে শেরাটন ম্যানেজমেন্ট ওভারসিস করপোরেশনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ম্যানেজমেন্ট চুক্তির ২.২.২ ও ২.৬.১ ধারা অনুযায়ী হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ, পদোন্নতি,বেতন ভাতাদি, বোনাস ইত্যাদি আর্থিক বিষয়ে অপারেটর কর্তৃক নির্ধারণ করার শর্ত রয়েছে।
- উক্ত শর্তানুযায়ী হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে এক্সকম মেম্বার ও শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়নের আলোচনাক্রমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিভিন্ন সময়ে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য নির্ধারিত বেতন কাঠামো **পরিশিষ্ট "ণ"** তে দেয়া হলো।
- বিএসএল এর ১২তম পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছর হতে কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতনের উপর আয়কর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় হবে। অথচ হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারি যাদের নিয়োগ ১৯৯৭ সালের পূর্বে তাদের বেতনের উপর আয়কর হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং ১৯৯৭ সালের পরে নিয়োগ প্রাপ্তদের আয়কর নিজেরাই পরিশাধ করে থাকেন। তাছাড়াও বিএসএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করেন বিএসএল কর্তৃপক্ষ এবং হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ প্রদান করেন হোটেল অপারেটর। বিএসএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত চাকুরী নিয়োগ বিধি ও পদোন্নতি পলিসি থাকলেও হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য অনুরূপ কোন চাকুরী নিয়োগ বিধি ও পদোন্নতি পলিসি নেই। এতে বিএসএল ও হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে ভিন্নতা প্রমাণিত হয়।
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য কোন বেতন কাঠামো নির্ধারণ না করে হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত বেতন কাঠামোতে বেতন ভাতাদি অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন কাঠামো উক্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর ৯৯.৭১৮% মালিকানা সরকারের হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য কোন স্থায়ী বেতন কাঠামো অনুমোদন না করে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনের অধীন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, একই কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আপত্তিকৃত দুধরনের বেতন কাঠামোর অস্তিত্ব আর কোথাও নেই এবং তা প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা হোটেলের অপারেটর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রদত্ত বেতন কাঠামো সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী অর্থাৎ বিএসএল এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। তাছাড়া সময় সময় প্রবর্তিত বেতন কাঠামো বিএসএল এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২০-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়।

জবাবে জানানো হয় যে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ১৪-০৭-১৯৭৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভায় হোটেলের জন্য প্রযোজ্য বেতন কাঠামো বিএসএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করায় বিএসএলএর কর্মকর্তা/কর্মচারি ও হোটেল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের একই বেতন কাঠামোর আওতায় বেতন ভাতা প্রদান করে আসছে। বিএসএল সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের চাকরী স্থায়ী এবং অনুমোদিত নিয়োগ বিধি রয়েছে। কিন্তু হোটেল ম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ পদোন্নতি ও বেতন ভাতাদি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাজেই হোটেল ম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি বিএসএলএর কর্মকর্তা/কর্মচারি ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিধিগত সুযোগ নেই বিধায় জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিএসএল এর কর্মকর্তা, কর্মচারিদের জন্য বেতন কাঠামো সরকারি বিধি মোতাবেক সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২২।

শিরোনাম ঃ স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,০৫,২৮৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ, শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে অফিস ভবন ভাড়া সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,০৫,২৮৫ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ০৯-০১-১১খ্রিঃ তারিখের এসআরও নং-০৯-আইন/২০১১/৫৮৩ মূসক অনুযায়ী স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাসিক ভাড়ার উপর ৯% হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ চালানের কপি ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবেন।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ্যানেক্স বিল্ডিং এর ৭৫,৪৯০ বঃফুট জায়গা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান করা হলেও ভাড়াটিয়াগণ কর্তৃক উল্লিখিত হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমার সমর্থনে চালানের কপি বিএসএলকে প্রদান না করায় সরকারের ২৬,০৫,২৮৫.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ত"এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কোম্পানী ভাড়াটিয়াদের নিকট ভাড়া এবং তার উপর প্রযোজ্য হারে ভ্যাট প্রদানের জন্য চিঠি মারফত তাগাদা দিয়ে থাকে। কোম্পানীর তরফ থেকে উক্ত টাকা আদায়ের যাবতীয় প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা ভাড়াটিয়াগণ কর্তৃক সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। ০৯-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২০-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে ভাড়াটিয়াদের ভ্যাটের অর্থ প্রদানের জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত টাকা হালনাগাদ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক নিয়মিত ভ্যাট কর্তন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৩।

শিরোনাম ঃ বিএসএল আবাসিক কমপ্লেক্স এর ন্যূনতম ফ্ল্যাট ভাড়া নির্ধারণ না করায় ক্ষতি ১,১৬,৬৪,০০০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ, শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাসা বরাদ্দ নথি ও বেতন বিল সমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিএসএল আবাসিক কমপ্লেক্স এর ন্যূনতম ফ্ল্যাট ভাড়া নির্ধারণ না করায় ১,১৬,৬৪,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"খ"** তে দেখানো হলো)।
- মিরপুরস্থ আবাসিক কমপ্লেক্স (ন্যাম ফ্ল্যাট) এর প্রতিটি ফ্ল্যাট ১৫১৮ বঃফুট বিশিষ্ট। উক্ত বাসাগুলি সরকারি কর্মকর্তাগণ বেতন স্কেল গ্রেড অনুযায়ী গ্রেড-৩ স্কেলের কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব) গণ প্রাপ্য। সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের স্মারক নং-সাআপ/প্রশাঃ-৬৮/২০০৬/৭৩২ তারিখ ২৭-০৭-০৬খ্রিঃ অনুযায়ী গ্রেড-৩ স্কেলের জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণ ১৫০০ বঃফুটের বাসা প্রাপ্য।
- জাতীয় বেতন স্কেল'০৯ অনুযায়ী ১(এক) জন যুগ্ম সচিবের ন্যূনতমবেতন ২৯০০০ টাকা। উক্ত কর্মকর্তার ঢাকা সিটিতে বাসা ভাড়া মূল বেতনের ৫০% হিসেবে উক্ত ফ্ল্যাটগুলির সর্বনিম্ন মাসিক ভাড়া (২৯০০০ X ৫০%) বা ১৪,৫০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (বিএসএল এর পরিচালনা পর্ষদ) কর্তৃক প্রতি বাসার ভাড়া ৫০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, পরবর্তীতে ১০% বৃদ্ধিতে ৫,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে ২০১১ সালে বিএসএল ১০৮টি ফ্ল্যাট থেকে ১,১৬,৬৪,০০০ টাকা আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- বিএসএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫১৮ বঃফুঃ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের যথাযথ ভাড়া নির্ধারণ না করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যাম ফ্ল্যাট এর অন্যান্য ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তাগণকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করা হয় না। অধিকন্তু মূল বেতনের ৭.৫% হারে বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মিরপুরস্থ আবাসিক কমপ্লেক্সের যে ইজারা চুক্তি আছে সেখানে বিধৃত আছে যে, উক্ত আবাসিক এলাকায় কেবলমাত্র বিএসএল এবং হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ বসবাস করবেন। বিবেচনাযোগ্য যে, বেতনের সাথে সংশ্লিষ্ট বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হলে এক্ষেত্রে বর্তমানের চেয়ে কম হারে বাড়ী ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় হত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শেরাটন হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত নয়। তাঁরা ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর নিজস্ব বেতন স্কেলের আওতায় যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি পেয়ে থাকে। তাই তাদের সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ন্যায় বাড়ী ভাড়া ভাতার পরিবর্তে আবাসিক সুবিধার প্রাপ্যতা নাই। তা সত্ত্বেও যদি বিএসএল তাদের আবাসিক সুবিধা প্রদান করতে চায় তা অবশ্যই প্রচলিত বিধি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২০-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় আন্তর্জাতিক হোটেল অপারেটর কর্তৃক হোটেল ও বিএসএল এ কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি নির্ধারণ এবং সর্বশেষ ২০০৭ সালের হার অনুযায়ী কর্মচারিরা বাড়ীভাড়া বাবদ সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে নির্ধারিত ৬০৫০ টাকা হারে বাড়ীভাড়া বাবদ আদায়ের কারণে বিএসএল এর জন্য অধিক লাভজনক। বর্ণিত ফ্ল্যাটগুলো সরকারি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী গ্রেড-৩ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ (যুগ্ম সচিব) প্রাপ্যএবং উক্ত গ্রেডের কর্মকর্তাদের সর্বনিম্ন বাড়িভাড়া ভাতা ১৪৫০০টাকা কিন্তু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্যদের নিকট হইতে মাসিক ৬০৫০টাকা হারে কর্তন করায় অর্থাৎ কম হারে কর্তন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সরকারি বাসা প্রাপ্যতার আলোকে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।
- সরকারি/প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে বাসা ভাড়া নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বিমান বাংলাদেশ

এয়ার লাইন্স লিঃ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ০৬-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয় । বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ০৫-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২৫-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে ২০০৯-২০১০ সালের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়। উক্ত হিসাব পর্যালোচনায় বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে পরিবহণ ক্ষমতা ও প্রকৃত পরিবহনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-দ এ দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রাপ্তব্য নীট ২৮৭.০৪ লক্ষ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবিন ফ্যাক্টর ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১% বৃদ্ধি পেয়েছে। মালামাল পরিবহণ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৮.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য কার্গোটন (বিমানের কার্গো যে পরিমান মালামাল বহনে সক্ষম) নির্ধারণ করতঃ তা ১০০% অর্জনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যাত্রী পরিবহনের কেবিন ফ্যাক্টর অর্জিত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-দ-১ এ দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের পরিচালনা আয় ৩.২৯% হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে পরিচালনা ব্যয় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের ১.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিচালনা আয় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১১.৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অপরিচালনা ব্যয় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৮৬.২২% হ্রাস পেয়েছে। অপরিচালনা আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস পেলেও পরিচালনা আয় হ্রাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা গ্রহণ পূর্বক প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ৩০-০৬-১০খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে নোট-৭ এ ভান্ডার ও যন্ত্রাংশ খাতে ২০,৪৭৭.১৯ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে Bangladesh Biman Airlines (BBA) অংশের ১৩১৩.৭৭ লক্ষ টাকার মালামাল Inventory in transit এ দেখানো হয়েছে যা ভান্ডারজাত করা হয়নি। এই মালামাল ভান্ডারজাত করা আবশ্যক। এছাড়াও Provision for store obsolescence এ জুলাই '২০০৭' হতে ৭৩.০৬ লক্ষ টাকা দেখানো হচ্ছে, যা 'জুন' ২০১০ এর রিপোর্টেও প্রদর্শিত হয়েছে। এই মালামাল যদি অকেজো হয়েই থাকে তাহলে অকেজো হওয়ার সমর্থনে কারণ আবশ্যক এবং অকেজো মালামাল ডিসপোজালের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ৩০-০৬-১০খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে নোট-৮ এ ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ২৫,৫৫৫.৭৩ লক্ষ টাকা এবং প্রভিশন খাতে ৩৩২৫.৬০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। সমুদয় টাকার অনুকূলে তালিকা প্রনয়ণ পূর্বক বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ।

- ৩০-০৬-১০খ্রিঃ তারিখের Balance sheet এর Current Assets অংশে নোট-৯ অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১,০৩,৩৮১.২৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ।

- ১৯৭১-৭৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৫৪৭ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৯৫৬ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অমীমাংসিত ৫৯১ টি অনুচ্ছেদের জড়িত টাকার পরিমান ১,৩২,৩২৮.০৩ লক্ষ (পরিশিষ্ট দ-২)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রনযোগ্য সকল ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণপূর্বক বিমান এর সেবা বৃদ্ধি এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ অমীমাংসিত অনুচ্ছেদগুলো মীমাংসার জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২৪১৬ কম/এ-২০১৪-১৫—৮০০ বই, ২০১৪।